International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-II, March 2022, Page No. 63-68
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i2.2022.63-68

ভামতী প্রস্থানের দৃষ্টিতে শাব্দাপরোক্ষবাদ খণ্ডন ও মানসাপরোক্ষবাদ স্থাপন

ড. কালোসনা রায়

সহকারি অধ্যাপক, ড. গৌর মোহন রায় কলেজ, দর্শন বিভাগ, মন্তেশ্বর, পূর্ব বর্ধমান ভারত

Abstract

All the Advaita Vedantins unanimously admit that sabda is a valid source of cognition and a sentence generates mediate cognition(paroksajnana). But the view of Vivarana School in Advaita Vedanta is that sometimes sentence gives rise to immediate cognition (aparoksajnana). The sentences like "sah ayam devadattah "tattvamasi" etc. produce immediate cognition. This view is called sabdaparoksavada. Sankaracarya, Padmapadacarya, Prakasatmayati, Sarbajnatmamuni, Citsukha all these Advaitins are great supporters of sabdaparoksavada. But another School of Advaita Vedanta called Bhamati refutes the view of sabdaparoksa. Vacaspati Misra. the author of the Bhamati , says that since sabda is an indirect source of cognition , the Upanisadic statement like mahavakya produces indirect cognition (paroksajnana). According to him, mind is the instrument (karana) of self-realization and the mahavakya like "tattvamasi" is its auxiliary. So the Upanisadic statement alone does not produce immediate cognition, but the transparent mind with the assistance of the Upanisadic text generates the immediate cognition (aparoksa jnana)\. This is called, according to Vacaspati, manasaparoksavada. In this paper after abstruse original texts of Advaita Vedanta refuting sabdaparoksavada manasaparoksavada has been established from the point of view of the Bhamati School.

Keywords: sabdaparoksavada, manasaparoksavada, tattvamasi, mahavakya, Brahman, Brahmasaksatkara, akhandarthajnana, padarthasamsargavattva, antahkarana, sravana, manana, nididhyasana, asambhavana, viparitabhavana

বিবরণ সম্প্রদায় সম্মত শাব্দাপ-রাক্ষবাদ খন্ডন ক-র শব্দপ-রাক্ষবাদ প্রতিপাদন করা বাচস্পতি মি-শ্রর এক উল্লেখযোগ্য অবদান। তাঁর মতে শব্দ পরোক্ষ প্রমাণ। সুতরাং শব্দজন্য জ্ঞান পরোক্ষই হবে, অপরোক্ষ নয়। বাচস্পতির অভিপ্রায় বুঝ-ত হ-ল প্রথ-ম শাব্দাপ-রাক্ষবাদী অদ্বৈত -বদান্তীগ-ণর মত বি-শ্লষণ করা আবশ্যক। অদ্বৈত ম-ত 'তত্ত্বমসি'[১] প্রভৃতি মহাবাক্য দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম -য অপ-রাক্ষ ইহাও শ্রুতি-ত উপদিষ্ট হ-য়-ছ[২]। স্বপ্রকাশ চৈতন্য জান-ত না পারার ফ-ল মানু-ষর সকল প্রকার দুঃখ-কষ্টের উদ্ভব। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ জানলে এই যাবতীয় দুঃখ ও অনর্থ হতে মুক্তি পাওয়া যায়। এখন, মহাবাক্যজন্য ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান যদি পরোক্ষ হয় তাহলে ঐ জ্ঞানের দ্বারা জগতের

প্রত্যক্ষ ভ্রম নিবৃত্ত হবে না । অপরোক্ষ বিষয় ব্রহ্ম সম্বন্ধে ঐ পরোক্ষ জ্ঞানকে ভ্রমই বলতে হবে। ঐ রূপ ভ্রমজ্ঞানের দ্বারা জীবের মুক্তি সম্ভব নয়। এজন্যই বিবরণকার এবং তার অনুগামী আচার্যেরা বলেন, মহাবাক্য হ-ত অপ-রাক্ষ ব্রহ্ম সম্ব-ন্ধ অপ-রাক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যার দ্বারা জগতের অপরোক্ষ ভ্রম দূরীভূত হয়। -বদান্তবাক্যই ব্রহ্মসাক্ষাৎকা-রর করণ। ইহাই শাব্দাপ-রাক্ষবাদ।

বিবরণ সম্প্রদা-য়র আচা-র্যরা বিভিন্ন শ্রুতিবাক্য পর্যা-লাচনা ক-র শাব্দাপ-রাক্ষবাদ সমর্থন ক-র-ছন। ছান্দোগ্যউপনিষদে দেখা যায় পিতা উদ্দালক ঋষিপুত্র শ্বেতকেতুকে নবার 'তত্ত্বমসি'৩ এই উপ-দশ করেছেন এবং পরিশেষে শ্বেতকেতুর আত্মসাক্ষাৎকার হয়। 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যটি একবার শ্রবণের পর শ্বেতকেতুর আত্মোপলব্ধি হয় নি। তার পরেও তিনি পিতার কাছে ''ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু''[৪] এরূপ প্রার্থনা জানান এর কারণ হল তখনও শ্বেতকেতুর বিপরীতভাবনা ও অসম্ভাবনা চিত্তকে অধিকার ক-র আ-ছ । বারবার ঐ মহাবাক্য শ্রব-ণর পর ঐ অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা দূর হ-ল আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে। মুন্ডকোপনিষদের ঋষিও বেদান্তবাক্যজ্ঞানকেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের হেতু বলেছেন[৫]। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও ব্রহ্মকে ঔপনিষৎ পুরুষ অর্থাৎ উপনিষন্মাত্রবেদ্য বলা হয়েছে[৬]। 'যন্মসা ন মনু-ত'[৭] 'অপ্রাপ্য মনসা সহ'[৮] ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হতেও পরিস্ফুট হয় যে, অন্তঃকরণের দ্বারা ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞান হয় না। 'তদ্ধাস্য বিজিজ্ঞৌ'[৯] ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও আম্পাত হয়েছে যে, মুমুক্ষু ব্যক্তি আচার্যের উপদেশ শুনে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। এই সকল শ্রুতিবাক্যকে শাব্দাপরোক্ষবাদের মূল বলা চলে।

এখা-ন বি-বচ্য -য, বিবরণপন্থী বেদান্তীরা শব্দজন্য সকল জ্ঞানকেই অপরোক্ষ বলেন না। তাঁদের মতে যে সকল বাক্যের দ্বারা সংসর্গবিষয়ক জ্ঞান জন্মায়, উহা পরোক্ষ জ্ঞান। কিন্তু যে সকল বাক্য হতে সংসর্গাবিষয়ক অখন্ডার্থ জ্ঞান জন্মায় উহা অপরোক্ষ। শাব্দাপরোক্ষবাদীরা বলেন, তাৎপর্য্যবিষয়ত্ব বাক্যজন্য জ্ঞানের প্রয়োজক, পদার্থসংসর্গবত্ত্ব নয়। লৌকিক ও বৈদিক উভয় বা-ক্যর অর্থ তাৎপর্য্য অনুযায়ী নিরূপিত হয়। লৌকিক বাক্যের ক্ষেত্রে বক্তার অভিপ্রায় হল তাৎপর্য্য[১০]। বৈদিক বাক্যের বক্তা না থাকায় উপক্রম-উপসংহার ইত্যাদি ছয়প্রকার লিঙ্গের দ্বারাই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য বুঝতে হয়। তাৎপর্য্য অনুযায়ী অব্দ হতে সংসর্গাবিষয়ক এক অখন্ডার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হলে তাকে অপরোক্ষ জ্ঞান বলা হয়। বাক্যের অন্তর্গত অপর্যায়বাচী শব্দ সমূহ যখন সংসর্গকে না বুঝিয়া সম্যগ্জ্ঞান উৎপন্ন করে তখন তাকে অখন্ডার্থতা বলে। ইহাই চিৎসুখ প্রদত্ত অখন্ডার্থতার প্রথম লক্ষণ। তিনি চিৎসুখীতে আর একটি বৈকল্পিক লক্ষণও দিয়েছেন। যখন অপর্যায় শব্দগুলি একটিমাত্র প্রাতিপদিকের অর্থে পর্যবসিত হয় তযন তা-ক অখন্ডার্থতা ব-ল[১১]। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যে 'তৎ' ও 'ত্বম' এই দুটি পদে ভাগত্যাগলক্ষণার দ্বারা কেবল চৈতন্যই বোধিত হয়েছে। কাজেই উভয় চৈতন্যের কেবল অভেদই এই মহাবাক্যের তাৎপর্য। এই জ্ঞানটি অখন্ড অ-র্থর -বাধক হওয়ায় অপ-রাক্ষ[১২]।

বিবরণ প্রস্থা-নর আচা-র্য্যরা ব-লন 'দশমস্তমসি', 'সোয়ং দেবদত্তঃ' প্রভৃতি লৌকিক বাক্য হতেও অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মায়। 'দশমস্তমসি' এই বাক্যটি যে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে তা উল্লেখ করা যেতে পারে। একসময় দশজন অল্পধীসম্পন্ন -লাক সাঁতার দি-য় বা অন্য উপা-য় নদীর অপর পা-র এ-স চিন্তা কর-ত লাগল -য তারা দশজন আ-ছ কিনা। ঐ সময় তারা ভুল ক-র প্র-ত্য-কই নিজ-ক বাদ দি-য় গণনা ক-র নয়জন আছে মনে করল। দশজন উপস্থিত থেকেও তারা যখন দশম ব্যক্তির জন্য রোদন করছিল তখন

একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাদেরকে পুনরায় গণনা করতে বলে। গণনাকারী পূর্বের মতো নিজকে বাদ দিয়ে নয়জন গণনা করল। তখন সেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, তুমি-ই দশম ব্যক্তি। তার বাক্য শুনে গণনাকারীর দশম ব্যক্তি সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মায়। শাব্দাপরোক্ষবাদীরা বলেন, 'সোয়ং দেবদত্তঃ' এই বাক্যটি হতেও অখন্ডার্থ বিষয়ক জ্ঞান জন্মায়, দেবদত্তের প্রত্যভিজ্ঞা নয়। 'এই দেবদত্ত' ও 'সেই দেবদত্ত' এক কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে 'সোয়ং দেবদত্তঃ' এই বাক্যটি উচ্চারিত হয়। এই বাক্যটি এই দেবদত্ত বা সেই দেবদত্তকে -বাঝায় না । এই বাক্যস্থ সব কটি পদ মিলিত ভা-ব সংসর্গাবিষয়ক অখন্ডা-র্থর -বাধ জন্মায়। ইহা শব্দজন্য অপরোক্ষ জ্ঞানের আরেকটি স্থল। শাব্দাপরোক্ষবাদীরা বলেন, আত্মশ্রবণই আত্মসাক্ষাৎকারের করণ, মন নয়। মনন ও নিদিধ্যাস-নর দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকা-রর প্রতিবন্ধক অপসারিত হয়। পর্যাপ্ত কারণ থাক-লও প্রতিবন্ধক থাকলে কার্যের উৎপত্তি হয় না । প্রতিবন্ধক অপসারিত হলে ঐ কারণের দ্বারা তখন কার্য উৎপন্ন হয়। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্য অপরোক্ষ জ্ঞানের করণ বলে স্বীকৃত হলেও ঐ বাক্য হতে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মাতে পারবে না যদি কোন প্রতিবন্ধক থাকে। অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা এই দু'প্রকার চিত্তবিক্ষেপ হল ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। মন-নর দ্বারা অসম্ভাবনা ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা বিপরীত ভাবনা দূরীভূত হয়। যাঁদের চিত্তে এই দুপ্রকার ভাবনা থাকে তাঁরা 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য শ্রবণ করেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন না। প্রতিবন্ধক থাকলে কার্যের উৎপত্তিতে কার-ণর অসামর্থ্য -দখা দি-লও কার-ণর কারণত্ব হানি হয় না । সুতরাং শ-ব্দর দ্বারাই ব্রহ্মবিষ-য় অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হবে।

শাব্দাপরোক্ষবাদীর মূল বক্তব্য হল, শব্দ অর্থাৎ বেদান্তবাক্যই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ, মন নয় বিবরণকার প্রকাশাত্মা শাব্দাপ-রাক্ষবাদ-ক দু-প্রকা-র ব্যাখ্যা ক-র-ছন। প্রথম প্রকা-র বলা হ-য়-ছ, শব্দ অর্থাৎ -বদান্তবাক্য হ-ত প্রথ-ম ব্রহ্মবিষয়ক প-রাক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যেহেতু শব্দ সামান্যতঃ পরোক্ষ জ্ঞানের জনক। এরপর চিত্তের প্রত্যক্প্রবণতা, বিপরীতভাবনার নিরোধ ও জ্ঞানাভ্যাসের সংস্কার পরিপাকের ফলে একাগ্রতা প্রাপ্ত মন রূপ সহকারী কারণকে প্রাপ্ত হলেই ঐ শব্দ প্রমাণ অপরোক্ষ জ্ঞানকে উৎপন্ন ক-র[১৩]। দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যায় বলা হ-য়-ছ, শব্দ প্রথ-মই ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন করে। কিন্তু একাগ্রতার অভা-ব ও বিপরীত সংস্কা-রর ফ-ল উহা প-রাক্ষ ব-ল প্রতীয়মান হয়। এরপর যখন অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা দূরীভূত হয় তখন তা অপরোক্ষ রূপে অবস্থান করে১৪। সর্বজ্ঞাত্মা, চিৎসুখ প্রমুখ অদ্বৈত বেদান্তীরা দ্বিতীয় প্রকার শাব্দাপরোক্ষবাদ নানা যুক্তিতে সুন্দরভাবে উপস্থাপন ক-র-ছন।

বাচস্পতি ভামতী টীকায় ঐ দ্বিতীয় প্রকার শাব্দাপ-রাক্ষবা-দর খন্ড-নই স-চষ্ট হ-য়-ছন। তাঁর ম-ত শব্দ একটি পরোক্ষ প্রমাণ। কাজেই শব্দজন্য জ্ঞানও পরোক্ষই হবে। কোন জ্ঞান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হবে তা নির্ভর করে প্রমাণের ওপর। শব্দ যেহেতু পরোক্ষ প্রমাণ, সেহেতু শব্দের পরোক্ষ জ্ঞান উৎপাদনে সামর্থ্য আছে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপাদনে সামর্থ্য নেই। সুতরাং বাচস্পতি শব্দ হতে অপরোক্ষ জ্ঞান হয় একথা স্বীকার করেন না। তিনি মনকেই আত্মসাক্ষাৎকারের করণ বলেছেন। তাঁর মতে মন জ্ঞানের আশ্রয় রূপে কর্তা এবং অন্তঃকরণের পরিণাম রূপে জ্ঞানের করণ। অন্তঃকরণের অহমাকার সোপাধিক আত্মবিষয়ে যে বৃত্তি হয়, সেস্থলে সকলেই অন্তঃকরণকে করণ বলেন। একই প্রকারে আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানের ক্ষেত্রেও মন করণ হবে। যেমন ''এই সেই দেবদত্ত'' ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞার স্থলে চক্ষুরিন্দ্রিয় পুর্বানুভবজন্য সংস্কারের সাহচর্য্যে তত্তা ও ইদন্তার দ্বারা উপলক্ষিত অভেদকে বোঝায়, সেরূপ 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য শ্রবণের পর কর্ম ও উপাসনা -বদান্তবাক্যের সাথে মিলিত হলে মন অবিদ্যা নিবৃত্তির মাধ্যমে অপরোক্ষ

ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জন্মায়[১৫]। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাকাব্য হতে যে অপরোক্ষ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান জন্মায় সেস্থলে মন ইন্দ্রিয় রূপে করণ এবং মহাবাক্য অপরোক্ষ জ্ঞানের সহকারী কারণ। যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়রূপ করণের দ্বারা উৎপন্ন হয় তাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে। আর যে জ্ঞান ইন্দ্রিয় ভিন্ন অন্য কোন করণ হতে উৎপন্ন হয় তাকে পরোক্ষ বলে। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য জন্য জ্ঞানও মন হতেই উৎপন্ন হয়। ''মনসৈ-বদমাত্মব্যম্''[১৬] ইত্যাদি শ্রুতিবা-ক্য মন-কই ব্রহ্মসাক্ষাৎকা-রর করণ বলা হ-য়-ছ। প-রাক্ষ শব্দপ্রমাণ জন্য ঐ জ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম অপরোক্ষ। জ্ঞান পরোক্ষ হলেও বিষয় অপরোক্ষ হ-ত পা-র। শ্রুতি-ত ব্রহ্মকে অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় বলা হয়েছে[১৭]। বাচস্পতির মতে আত্মশ্রবণের দ্বারা পরোক্ষ জ্ঞান জন্মালেও ভাবনা ও অভ্যা-সর প্রকর্ষতার ফ-ল উহার বিষয়টি অপ-রাক্ষ হয়। কর্ম ও উপাসনা -বদান্তবা-ক্যর সা-থ মিলিত হয়ে অবিদ্যানিবৃত্তির মাধ্যমে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জন্মিয়ে থা-ক।

কল্পতরুকার অমলানন্দ বাচস্পতির মতের সমর্থনে আরও কয়েকটি যুক্তি দিয়েছেন। তিনি বলেন, পরোক্ষ প্রমাণ হতে পরোক্ষ জ্ঞানই উৎপন্ন হয়, ইহা স্বীকার করতে হবে। আর শাব্দাপরোক্ষবাদীরা যে বলেন অপরোক্ষযোগ্য বিষয়ে পরোক্ষ শব্দ প্রমাণ প্রবৃত্ত হলে অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হবে; এরূপ মত সমর্থন-যাগ্য নয়। তিনি ব-লন, আত্মা ও অনাত্মা নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব রূপ বিরুদ্ধ ধর্ম বিশিষ্ট হওয়ায় উহা-দর -ভদ অনুমিতি হয়। ইহা-ক অনুমা-নর আকা-র বলা -য-ত পা-র - ''-দহাত্মা-নৌ ভি-ন্নৌ বিরুদ্ধধর্মবত্ত্বাৎ গবাশ্ববৎ''। এখন যদি পরোক্ষ প্রমাণের দ্বারা অপরোক্ষযোগ্য বিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞান স্বীকার করা হয় তাহলে দেহাত্মভেদবিষয়ক এই জ্ঞানটি অনুমানজন্য হলেও ইহার প্রত্যক্ষত্বাপত্তি হবে। এর ফলে দেহ ও আত্মার ভেদজ্ঞান সকলেরই থাকবে এবং দেহাত্ম ভ্রান্তি না থাকায় সুখ দুঃখাদির অনুভব কাহারও হ-ব না। এভা-ব কল্পতরুকার -দখি-য়-ছন -য, বিষয় অপ-রাক্ষ-যাগ্য হ-লও প-রাক্ষ প্রমা-ণর দ্বারা প-রাক্ষ জ্ঞানই উৎপন্ন হবে, অপরোক্ষ জ্ঞান নয়। তিনি আরও বলেন, 'দশমস্তমসি' এই বাক্য হ-ত গণনাকারীর অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না, বরং বাক্য শ্রবণের পর ইন্দ্রিয় দ্বারাই উহার অপরোক্ষ জ্ঞান হয়ে থাকে। ঐ বাক্য থেকে যদি অপরোক্ষ জ্ঞান হতো তাহলে অন্ধ ব্যক্তিরও ঐবাক্য শুনে অপরোক্ষজ্ঞান জন্মাতো। কিন্তু ঐ বাক্য শ্রবণে অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার হয় না, পরোক্ষই হয়ে থাকে১৮। কল্পতরুকার আরও ব-ল-ছন -য, শাব্দাপরোক্ষবাদীরা যে আপত্তি করেন, ভাবনাসহিত মন অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন করলে ব্রহ্মাপরোক্ষ বিধুরপরিভাবিতকামিনীদর্শনের ন্যায় অপ্রমা হবে; ইহা যুক্তি সংগত নয়। ব্রহ্মাপরোক্ষ জ্ঞানের অপ্রামাণ্য শঙ্কা হয় না। কারণ শ্রুতুসংবাদ থাকার জন্য মুমুক্ষু ব্যক্তি বুঝতে পারে যে ইহা ভ্রম নয়, প্রমা। ব্রহ্মাপ-রা-ক্ষর প্রামাণ্য শ্রুতিসংবাদ-ক অ-পক্ষা কর-লও উহার স্বতঃপ্রামাণ্য ব্যাহত হয় না, কারণ শ্রুতিসংবাদ ব্রহ্মাপরোক্ষের প্রামাণ্য উপপাদন করে না, উহার অপ্রামাণ্য শঙ্কা দূর করে[১৯]। সুতরাং সাক্ষাৎ অপ-রাক্ষ ব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞানকে ভ্রম বলা যাবে না। কল্পতরুকারের এই বক্তব্যকে অপ্পয় দীক্ষিত পরিমলটীকায় আরও যুক্তি দিয়ে স্থাপন করেছেন। পরিমলকার বলেন, 'প্রত্যক্ষস্পর্শাশ্রয়ত্ব' হেতুর দ্বারা বায়ুর প্রত্যক্ষত্বের অনুমিতি হয়। ঐ অনুমিতি জ্ঞানটি পরোক্ষ হলেও উহার বিষয় বায়ু পরোক্ষ হয় না। তুল্যভাবে বেদান্তবাক্য হতে উৎপন্ন জ্ঞান পরোক্ষ হলেও ঐ পরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম পরোক্ষ হবে না[২০]।

ভামতী প্রস্থা-নর আচার্যগ-ণর আকর গ্রন্থ হ-ত পরিস্ফুট হয় -য, প-রাক্ষ শব্দ প্রমাণ হ-ত অপরোক্ষযোগ্য বিষয় ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হতে পারে না। এই আচর্যগণের মতে পরোক্ষ শব্দ প্রমাণ হতে প্রথমে পরোক্ষ জ্ঞানই উৎপন্ন হয়। পরে সংস্কৃত অন্তঃকরণরূপ ইন্দ্রয় হতে অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকা-রর প্রতি মন-ক করণ, এবং -বদান্তবাক্য ও প্রসংখ্যান-ক সহকারীকারণ ব-লন।

-যাগ সহকৃত মনই ব্রহ্মসাক্ষাৎকা-রর করণ, -কবল মন নয়। এজন্য বাচস্পতি ও তাঁর অনুগামী -বদান্তীগণ-ক -যাগজাপ-রাক্ষবাদী বা মানসাপ-রাক্ষবাদী বলা হয়।

১। ছা-ন্দাগ্য উপনিষদ্ ৬।১৬।৩

২। যৎ সাক্ষাদপ-রাক্ষাদ্ ব্রহ্ম।
- বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৩।৪।১

৩। দ্রষ্টব্যঃ ছা-ন্দাগ্য উপনিষদ্ ৬।৮।৭, ৬।৯।৪, ৬।১০।৩, ৬।১১।৩, ৬।১২।৩, ৬।১৩।৩, ৬।১৪।৩, ৬,১৫,৩, ৬।১৬।৩

৪। ত-দব, ৬।৫।৪

৫। বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ...।
- মুন্ডক উপনিষদ্ ৩।২।৬

৬। তং -ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি ।
- বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৩।৯।২৬

৭। -কন উপনিষৎ ১।৬

৮। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২।৪

৯। ছা-ন্দাগ্য উপনিষদ্ ৬।১৬।৩

১০। ...বক্তুরিচ্ছা তু তাৎপর্য্যং ...।
- ভাষাপরি-চ্ছদ, কারিকা ৮৪খ, আশু-তাষ ন্যায়াচার্য সম্পাদিত, বিজয়ানন, কলিকাতা ১৪০৫ বঙ্গাব্দ

১১। সংসর্গাসঙ্গিসম্যগ্ধীহেতুতা যাগিরামিয়ম্ ।
উক্তাখন্ডার্থতা যদ্বা তৎ প্রাতিপদিকার্থতা।।
-চিৎসুখী, পৃ ১০৯/২-৪, কাশীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত, নির্ণয়সাগর -প্রস, -বা-ম্ব ১৯১৫

১২। ইদ-মব তত্ত্বমস্যাদিবাক্যানামখন্ডার্থত্বং যৎ সংসর্গানবগাহিযথার্থজ্ঞানজনকত্বমিতি
- -বদান্তপরিভাষা, পৃ ৬৯-৭১, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলিকাতা ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ

১৩। ...ব্রহ্মাপি প্রথমমেবাপরোক্ষতয়াহবভাসতে। তচ্চ চিত্তস্যাতিসূক্ষ্মেহনেকাগ্রতাদোষাদ্ বিপর্যয়সংস্কার-দাষাচ্চ প্রতিবদ্ধং ভ্রান্ত্যা পারিক্ষবদবভাস-ত।
অতিসূক্ষ্মতরব্রহ্মাত্মবিষয়নিদিধ্যাসনপ্রচয়পরিনির্মিততদেকাগ্রবৃত্তিগুণং চেন্দ্রিয়ং পারক্ষ্যবিভ্রমেনিমিত্তপ্রতিবন্ধনিরাসেন শব্দাদেবাপরোক্ষনিশ্চয়নিমিত্তং ভবতীতি গম্যতে।
- পঞ্চপাদিকাবিবরণ, পৃ ৫০৮-৫০৯, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী সম্পাদিত, -ম-ট্রাপলিটন্ প্রিন্টিং সং, কলিকাতা ১৯৩৩

১৪। অন্যন্মতম্- ন প্রথমোৎপন্নং শাব্দজ্ঞানমের প্রতিবন্ধবিগমাপেক্ষয়াহপরোক্ষাবভাসং ভবতি, কিন্তু শব্দ এব প্রথমং ব্রহ্মণি পরোক্ষজ্ঞানমুৎপাদ্য পুনবর্ণিত-চিত্তদর্পণসহকারিকারণাপেক্ষয়া দ্বিতীয়মপরোক্ষজ্ঞানমুৎপাদয়তি।
- ত-দব, পৃ ৫১০, পূর্ব সংস্করণ

১৫। নচৈষ সাক্ষাৎকা-রা মীমাংসাসহিতস্যাপি শব্দস্য প্রমাণস্য ফলং অপি তু প্রত্যক্ষস্য; তস্যৈব তৎফলত্বনিয়মাৎ। অন্যথা কুটজবীজাদপি বটাঙ্কুরোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মান্নির্বিচিকিৎসবাক্যার্থাভাবনাপরিপাকসহিতমন্তঃকরণং ত্বংপদার্থস্যাপ-রাক্ষস্য তত্তদুপাধ্যাকারনিষেধেন তৎপদার্থতামনুভাবয়তীতি যুক্তম্।

- ব্রহ্মসূত্র ১।১।১, পৃ ৫৫-৫৭, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী সম্পাদিত, নির্ণয়সাগর -প্রস, -বা-ম্ব ১৯৩৮

১৬। কঠ উপনিষদ্ ২।১।১১

১৭। যৎ সাক্ষাদপ-রাক্ষাদ্ ব্রহ্ম ।

- বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৩।৪।১

১৮। শব্দস্ত নাপ-রাক্ষপ্রমা-হতুঃ ক্লপ্তঃ, প্র-ময়াপ-রাক্ষ্য-যাগ্য-ত্বন প্রমায়াঃ সাক্ষাৎকার-ত্ব -দহাত্ম-ভ-দ বিষয়ানুমি-তরপি তদাপত্তিঃ, দশমস্তবমসীত্যত্রাপি ততসচিবাদক্ষাদেব সাক্ষাৎকারঃ, অন্ধাদেস্ত প-রাক্ষধী-রব।

- ব্রহ্মসূত্র ১।১।১, বেদান্তকল্পতরু, পৃ ৫৫-৫৬, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী সম্পাদিত, নির্ণয়সাগর -প্রস, -বা-ম্ব ১৯৩৮

১৯। বেদান্তবাক্যজঞ্জানভাবনাজাহপরোক্ষধীঃ।
মূলপ্রমাণদা-র্ট্যন ন ভ্রমত্বং প্রপদ্য-ত।

- ত-দব, পৃ ৫৬/৩-৪ পূর্ব সংস্করণ

২০। যথা প্রত্যক্ষস্পর্শাশ্রয়ত্বাদিলিঙ্গজন্যা বায়োঃ প্রত্যক্ষত্বানুমিতিঃ স্বয়ং প্রত্যক্ষত্বরহিতেত্যেতাবদেব, নতু বা-য়ী প্রত্যক্ষত্বাভাবমবগাহত ইতি ন ভ্রমত্বং প্রতিপদ্য-ত, এবমিহাপি -যাজনীয়ম্।

-ত-দব, পরিমল, পৃ ৫৬/৪২-৪৪, পূর্ব সংস্করণ।